পলিসি পেপার

বাংলাদেশে জলবায়ু ন্যায্যতার আলোকে জেন্ডার ন্যায্যতা

মেঘনা গুহঠাকুরতা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ

বাংলাদেশে জলবায়ু ন্যায্যতার আলোকে জেন্ডার ন্যায্যতা

মেঘনা গুহঠাকুরতা

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ

বাংলাদেশে জলবায়ু ন্যায্যতার আলোকে জেন্ডার ন্যায্যতা

মেঘনা গুহঠাকুরতা

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন ঃ (+৮৮০-২) ২২২২৭৪০৫১
ই-মেইল ঃ rib@citech-bd.com
ওয়েবসাইট ঃ www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
ওয়েবসাইট ঃ www.rosalux.de/en/

মুদ্রণে:
ফেমাস প্রিন্টিং
খ-১১৫/৬, খিলক্ষেত, জামতলা, নিকুঞ্জ-২
ঢাকা-১২২৯।

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of the author of RIB and does not necesserily reflect position of RLS.

মুখবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন আজ বৈশ্বিকভাবে এক গভীর সংকটে পরিণত হয়েছে–যার প্রকাশ ঘটছে ঘন ঘন খরা ও বন্যা, আরও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ও দাবানল, হিমবাহ গলন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা আহরণমূলক উন্নয়ন ধারা ও জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতার মধ্যেই এই সংকটের মূল নিহিত। বৈজ্ঞানিকভাবে জলবায়ু সংকট অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, যদিও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এখনো অসম ও অপর্যাপ্ত। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি বহন করছে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো–ফলে বৈশ্বিক সম্মিলিত উদ্যোগ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি।

দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই এই পরিবর্তন ইতোমধ্যে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে নতুনভাবে গড়ে দিচ্ছে। পরিবর্তিত মৌসুমি বৃষ্টিপাত, হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহ সঙ্কোচন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার বিস্তার, নদীভাঙন এবং তীব্র তাপপ্রবাহ আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়–এগুলো বর্তমান বাস্তবতা। বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হিসেবে বাংলাদেশ এসব অভিঘাত তীব্রভাবে অনুভব করছে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরছে, বিশেষ করে ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ (loss and damage) তহবিলের সময়মতো সরবরাহের দাবি জানিয়ে। তবে আন্তর্জাতিক আলোচনা চলমান থাকলেও, দেশের ভেতরে কার্যকর ও ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ বিলম্বিত করার সুযোগ নেই।

এই সংকটের পরিণতি স্পষ্ট ও কঠোর: ঘন ঘন বন্যা ও ঝড়, খোলা আকাশের নিচে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষের জন্য অসহনীয় তাপ, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, বাস্তুচ্যুতি এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির বৃদ্ধি। তবে এই বোঝা সবার ওপর সমানভাবে পড়ে না। ২০১৭ সাল থেকে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (RIB) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নারীদের এবং প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দুর্যোগকালে পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, লবণাক্ততার কারণে পানির সংকট, কৃষি ও চিংড়ি খাতে জীবিকা হারানো, এবং নগর বস্তিতে বাস্তুচ্যুতি–এসবই জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি ও দারিদ্র্যকে আরও গভীর করছে। এ কারণে কার্যকর জলবায়ু প্রতিক্রিয়া হতে হবে বাস্তবভিত্তিক, ন্যায্য এবং মানুষের অভিজ্ঞতায় প্রোথিত। নীতি, অর্থায়ন ও সেবা পরিকল্পনায় সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে–এ কথা স্বীকার করেই যে গ্রামীণ জনগণ এবং তাদের মধ্যে বিশেষভাবে নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো সবচেয়ে বেশি মূল্য দিচ্ছে। ন্যায্যতা কোনো অতিরিক্ত সংযোজন নয়; বরং সেটিই সাফল্যের মূল মানদণ্ড।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (RIB)-এর জন্য অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রণীত এই নীতিপত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু ন্যায্যতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার আন্তঃসংযোগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনটি জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশগত অঞ্চলের তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে, এখানে রূপান্তরমূলক ন্যায়বিচার (transitional justice) দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুটি বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করে জলবায়ু অভিযোজনকে ন্যায়ভিত্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, নারীদের কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, বরং সহনশীলতা, জ্ঞান এবং রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে সামনে আনা হয়েছে।

শামসুল বারি
চেয়ারপারসন, রিইব

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এই নীতিপত্রটি (পলিসি পেপার) রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (RIB)-এর Advancing Transitional Justice in Bangladesh ("বাংলাদেশে রূপান্তরণকালীন ন্যায্যতার অভিমুখে ২০২৫)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এবং রোজা লুক্সেমবার্গ স্টিফটুং (RLS)-এর সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল বাংলাদেশের তিনটি জেলা–সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও কক্সবাজারে–১৫টি স্থানীয় সিভিল সোসাইটি সংগঠনের (CSOs) সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আয়োজন করা এবং মাঠপর্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা।

এই গবেষণার মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম এবং প্রোগ্রাম অফিসার সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান। তাদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি, তথ্য প্রদানে সহযোগিতা ও মূল্যবান অবদানের জন্য অংশগ্রহণকারী ১৫টি সংগঠনকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (RIB)-এর অন্যান্য সহকর্মীরাও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছেন–তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. শামসুল বারি, চেয়ারম্যান, রিইব আমাদের কাজের প্রতি অত্যন্ত সহায়ক ছিলেন এবং তার চিন্তাভাবনা ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। ভিনোদ কষ্টি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আরএলএস, সাউথ এশিয়া – খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক মতামত প্রদান করেছেন, যা গবেষণাটি চূড়ান্ত করতে সহায়ক হয়েছে। ব্রিটা পিটারসেন, কান্ট্রি ডিরেক্টর, রোজা লুক্সেমবার্গ স্টিফটুং, সাউথ এশিয়া এই প্রকল্পের ধারণাগত কাঠামো নির্মাণে বিশেষভাবে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি আমি ঋণী। তবে এই নীতিপত্রে কোনো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে থাকলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে আমার।

মেঘনা গুহঠাকুরতা

সারসংক্ষেপ

এই পলিসি পেপারটির লক্ষ্য হলো রূপান্তরকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে জেন্ডার ন্যায্যতা ও জলবায়ু ন্যায্যতার আন্তঃসংযোগ কীভাবে গড়ে ওঠে ও কাজ করে, সে সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী মহলকে অবহিত করা। এখানে উপস্থাপিত নীতিগত সুপারিশগুলো বাংলাদেশের তিনটি ভিন্ন প্রতিবেশগত অঞ্চলে পরিচালিত প্রমাণভিত্তিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। অঞ্চলগুলো হলো–

১) খরাপ্রবণ এলাকা,

২) জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততায় আক্রান্ত অঞ্চল, এবং

৩) ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় পার্বত্য এলাকা।

এই অঞ্চলগুলোর প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে দুটি বিশ্লেষণধর্মী ধারণাগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম কাঠামোটি দেখায় যে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার প্রশ্নগুলো বৈষম্যমূলক কাঠামো–যেমন পিতৃতন্ত্র বা পরিবেশ ধ্বংসকারী ক্ষমতার গঠন–এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একই ধরনের কাঠামোগত শিকড় ভাগ করে নেয়। সংঘাত, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যখন সমাজ পরিচালনাকারী কাঠামো–যেমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক বিধিনিষেধ–ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে পড়ে, তখন তা পুনর্গঠন বা পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন হয়; এই প্রেক্ষাপটে ট্রানজিশনাল জাস্টিস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কাঠামোটি জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতা-সংক্রান্ত উদ্যোগগুলোকে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে কোথায় এবং কীভাবে স্থাপন করা যায়, তা বোঝার সুযোগ দেয়।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারক মহল, সুশীল সমাজ ও একাডেমিয়া এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের উদ্দেশে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারের জন্য সুপারিশ

- রাজশাহীর বারিন্দ বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDC)-এর আদলে পরিবেশকেন্দ্রিক (ইকো-ভিত্তিক) আরও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- পরিবর্তিত ফসলের ধরন নিয়ে, বিশেষত জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে, আরও গবেষণা পরিচালনা করা।

নাগরিক সমাজ ও একাডেমিক মহলের জন্য সুপারিশ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)

- সব অঞ্চলে কৃষকদের কৃষিবান্ধব (অ্যাগ্রো-ইকোলজিক্যাল) চর্চায় উৎসাহিত ও সক্ষম করে তোলা।
- প্রথাগত বীজ সংরক্ষণ ও স্থানীয় জাতের ফসল চাষের মতো কৃষিবান্ধব চর্চা সম্পর্কে জ্ঞান জোরদার করা।
- ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও কমিউনিটি-ভিত্তিক জ্ঞানকেন্দ্রের মতো জ্ঞান ব্যবস্থাপনা উপকরণ ব্যবহার ও সারাদেশে সম্প্রসারণ করা।
- বিভিন্ন প্রতিবেশগত অঞ্চলে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার সংযোগ জোরদারে প্রমাণভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা।
- প্রণীত দুটি ধারণাগত কাঠামো ব্যবহার করে ধারণাগত ও ব্যবহারিক–উভয় ক্ষেত্রে–জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার সংযোগে বিদ্যমান গবেষণা ও নীতিগত ঘাটতি পূরণ করা।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য:

- ট্রানজিশনাল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার আন্তঃসংযোগকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেশগত অঞ্চলভিত্তিক, প্রেক্ষিতনির্ভর গবেষণা ও কর্মউদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী ধারণা ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা।

ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই নীতিপত্রের উদ্দেশ্য হলো রূপান্তরকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে জেন্ডার ন্যায্যতা ও জলবায়ু ন্যায্যতার আন্তঃসংযোগ কীভাবে গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার এবং নীতিনির্ধারকদের অবহিত করা। ২০২১ সালের ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্সে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশের মধ্যে সপ্তম স্থানে ছিল। তবে একই সঙ্গে জলবায়ুগত চাপের মধ্যে সহনশীলতা ও ন্যায্যতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশ একটি বৈশ্বিক কেস স্টাডি হিসেবেও পরিচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

এই গবেষণাটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো–

১. বাংলাদেশে জলবায়ু ন্যায্যতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

২. নারীবিষয়ক সংগঠন ও অধিকারকর্মীদের মধ্যে জলবায়ু ন্যায্যতার গুরুত্ব এবং তাদের কর্মসূচিতে তা সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. কমিউনিটিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপকরণ দিয়ে সক্ষম করে তোলা, যাতে তারা জলবায়ু সংকট মোকাবিলা করতে পারে এবং একই সঙ্গে জেন্ডার সমতা এগিয়ে নিতে পারে।

৪. জেন্ডার ন্যায্যতা-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলোকে তাদের বিশ্লেষণ ও কর্মসূচিতে জলবায়ু ন্যায্যতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম করা।

৫. বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো যখন ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন ট্রানজিশনাল জাস্টিসের প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে–তা অনুসন্ধান ও অনুধাবন করা।

পটভূমি

গত দুই দশকে বাংলাদেশ জলবায়ু নীতি ও কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে–যেমন বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP ২০০৯), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, ক্লাইমেট চেঞ্জ জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (CCGAP ২০১৩), মুজিব ক্লাইমেট প্রসপেরিটি প্ল্যান, এবং সর্বশেষ ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান ২০২৩-২০৫০। এই

কাঠামোগুলো অভিযোজন ও সহনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার করেছে। বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশ প্রায়ই অভিযোজনের মডেল হিসেবে পরিচিত–সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, কমিউনিটি আশ্রয়কেন্দ্র, ও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পগুলো স্থানীয় সফলতার উদাহরণ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

তবে বাস্তবতা আরও জটিল। জেন্ডার বৈষম্যের কাঠামোগত কারণ, সীমিত ভূমি অধিকার, অবৈতনিক পরিচর্যা কাজের চাপ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব, এবং উর্ধ্বমুখী ধর্মীয় সংরক্ষণবাদ–এসব এখনো গভীরভাবে প্রোথিত। জলবায়ু পরিবর্তন এই বৈষম্যগুলো সৃষ্টি করে না, বরং বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে, এই বৈষম্যগুলোই সেই ত্রুটি বা দুর্বল দিক তৈরি করে, যেখানে জলবায়ু দুর্যোগের সবচেয়ে তীব্র প্রভাব অনুভূত হয়।

রূপান্তরকালীন সময়ে, যেমন ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময়ে, কাঠামোগত বৈষম্য আরও তীব্র হয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামো যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষয় বা প্রাথমিক পর্যায়ের ক্ষমতা পরিবর্তনের ফলে সাধারণ সমাজে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় এবং নারীদের পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মীয় প্রচলিত মতাদর্শের উস্কানি অনেক ক্ষেত্রে লিবারেল ধারণাগুলোকে–যার উপর গত কয়েক দশক ধরে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে–ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এমনকি মৌলিক নীতি যেমন জেন্ডার সমতা বা নারীদের চলাচলের স্বাধীনতাও বিতর্কিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এটি গত কয়েক দশকে অনুসৃত উন্নয়ন প্রবণতা স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার জন্য বাংলাদেশের তিনটি ভিন্ন জলবায়ুপ্রবণ অঞ্চলকে অধ্যয়ন এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। খরাপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে বেছে নেওয়া হয় রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা, যা পশ্চিম বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্ত। ঘন ঘন জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয় সাতক্ষীরার তালা উপজেলা, যা বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের সন্নিকটে অবস্থিত। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা নির্বাচন করা হয়, যা ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD), (In-depth Interview) এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে যে প্রধান ফলাফলগুলো উঠে এসেছে, সেগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে–

- প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূমিতে লিঙ্গভিত্তিক প্রবেশাধিকার
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জীবিকার অনিশ্চয়তা ও অভিবাসন
- সংকটকালীন প্রেক্ষাপটে নারীদের নেতৃত্ব ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা
- প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি এবং উদীয়মান নাগরিক সমাজের উদ্যোগ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূমিতে লিঙ্গভিত্তিক প্রবেশাধিকার

নির্বাচিত তিনটি গবেষণা এলাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত সংকট বিদ্যমান, যা প্রত্যেক অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মানুষের জীবনযাত্রার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। রাজশাহী জেলার বৃহৎ অংশ বারিন্দ ট্র্যাক্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যা একটি খরা-প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলটি খরাপ্রবণ হওয়ায় ১৯৯২ সালে বারিন্দ বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA) নামক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন, কৃষি উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

অন্যদিকে, সাতক্ষীরায় জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা পরিবেশগত মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়, যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব স্বাস্থ্য–বিশেষ করে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, কৃষি ও জীবিকার উপর পড়ে।

কক্সবাজার একটি উপকূলীয় জেলা, যা ঐতিহ্যগতভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধসের মতো চরম আবহাওয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। পরিবেশগতভাবে এটি একটি পাহাড়ি ও বনভূমি অধ্যুষিত এলাকা, যা দীর্ঘদিন ধরে হাতির অভিবাসন পথ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে ২০১৭ সালের বড় আকারের রোহিঙ্গা আগমনের পর প্রায় এক লক্ষ মানুষের দ্রুত বসতি স্থাপনের ফলে ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস হয়েছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভূমি

জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানে (Climate Change and Gender Action Plan) প্রাকৃতিক সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান ঘাটতির

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, নারী ও কন্যাশিশুদের ভূমিতে সীমিত প্রবেশাধিকার ও মালিকানা। দ্বিতীয়ত, সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও তথ্যের অভাব, যার ফলে তারা প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনমূলক ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। এই বাস্তবতা বাংলাদেশের সর্বত্রই বিদ্যমান এবং আমাদের গবেষণা এলাকাগুলোতেও বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যকে এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত আইন মূলত ব্যক্তিগত আইনব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হয়, যা প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় বিধানের দ্বারা স্বীকৃত। ফলে উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমির আইনগত মালিকানায় অধিকাংশ ধর্মেই নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা বিদ্যমান থাকে।

পানি

লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং পানির উৎস শুকিয়ে যাওয়ার প্রভাব নারীদের ওপর বিশেষভাবে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের ফলে পরিবারের জন্য পানি সংগ্রহের দায়িত্ব মূলত নারীদের ওপর ন্যস্ত থাকে। সাতক্ষীরায় পানির জলাধারগুলোতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় নারীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক নারীকে ভোর রাত ৩টা থেকেই দূরবর্তী এলাকায় পানি আনতে বের হতে হয়, যা পথে সহিংসতা ও হয়রানির ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া দলিত নারীরা যখন সাধারণ নলকূপ বা পুকুর থেকে পানি সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়ান, তখন 'অস্পৃশ্য' হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে তারা অগ্রাধিকার কিংবা অনেক সময় প্রবেশাধিকার থেকেও বঞ্চিত হন। পানির অভাবে নারীদের গৃহস্থালি কাজ যেমন বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা ও রান্নার ওপরও গুরুতর প্রভাব পড়ছে। পানির সংকটের কারণে ফসলের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। আগে যেখানে শুধু আমন ধান চাষ হতো, এখন সেখানে সারা বছরই ফসল উৎপাদন হচ্ছে। ফলে পানির বরাদ্দ আরও সীমিত হয়ে পড়েছে। নারীরা আর পুকুরে গোসল করতে পারছেন না, কারণ সেগুলো এখন মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অগভীর নলকূপগুলো পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে পারছে না। নারীরা উপযুক্ত স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। কিছু আদিবাসী সংস্কৃতিতে শৌচাগার শুধুমাত্র পরিবারের পুরুষ প্রধান সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, যেমন শ্বশুর। নারীরা, এমনকি পুত্রবধূরাও এসব টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন না এবং বাধ্য হয়ে খোলা জায়গা বা বাড়ির বাইরে যেতে হয়।

বনভূমি ও ফলের বাগান

কক্সবাজার অঞ্চলের বনভূমি দীর্ঘদিন ধরে হাতির প্রাকৃতিক অভিবাসন পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী শিবির নির্মাণের ফলে

এসব অভিবাসন পথ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মানুষ ও তাদের অস্থায়ী বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো দুর্ঘটনাও ঘটেছে। যদিও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনো অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। রাজশাহীর সাঁওতাল (আদিবাসী) গ্রামগুলোতে মহুয়া গাছের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। মহুয়া গাছ থেকে উৎপাদিত ফুলের মধু বা নির্যাস তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে শীতকালে উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় (semi-tropical) আবহাওয়া থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল (temperate) আবহাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ায় বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগানে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদনে বাজারমুখীকরণ (marketization) বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার সম্ভাব্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে–যা নিয়ে আরও গভীর ও অনুসন্ধানমূলক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জীবিকা ঝুঁকি ও অভিবাসন

গোদাগাড়ী উপজেলা এলাকায় বিপুল সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এখানে আদিবাসী নারী ও পুরুষ উভয়েই ফসল উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করায় তাদের শ্রমকে তুলনামূলকভাবে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, নারী ও পুরুষের সমান মজুরি পাওয়া মূলত জমির মালিকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। তাদের ক্ষেত্রে সমান মজুরি দেওয়া হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সবসময় প্রযোজ্য নাও হতে পারে। গোদাগাড়ী এলাকায় অধিকাংশ ফসল উৎপাদন ছিল বাণিজ্যিক প্রকৃতির এবং প্রধানত হাইব্রিড জাতের ধান চাষ করা হতো। গবেষণা এলাকায় বীজ সংরক্ষণ বা দেশীয় ধানের জাত চাষের মতো কোনো কৃষি-পরিবেশবান্ধব (agroecological) চর্চার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়া এলাকাটিতে অধিকাংশ এনজিও ছিল ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ঋণ সুবিধার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবে যারা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

সাতক্ষীরায় দিনমজুরদের অধিকাংশই দলিতসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসায় মজুরি ও আচরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে।

কক্সবাজারে যদিও অনেক আদিবাসী যেমন রাখাইন ছিলেন, তাদের সমানভাবে আচরণ করা হতো না। এই এলাকায় সস্তা শ্রমের প্রাপ্যতা রোহিঙ্গা শরণার্থী শ্রমিকদের মাধ্যমে আরও জটিলতা তৈরি করেছে। কক্সবাজারে নারী কৃষকরা ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি (climate smart agriculture)-এর সঙ্গে পরিচিত হলেও, অন্যান্য গবেষণা এলাকায় জীবিকা ও ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষির মধ্যে বড় ফাঁক দেখা গেছে।

অবকাঠামো ও বসতি

গবেষণা এলাকাগুলো প্রধানত গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নারী ও সাধারণ জনগণের জীবনে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ঝড়, ভয়াবহ বন্যা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার মতো চরম জলবায়ু ঘটনার কারণে মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে, যার ফলে অপ্রতুল ও ঝুঁকিপূর্ণ আবাসন ও আশ্রয়স্থলের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় সব দুর্যোগপ্রবণ এলাকায়–বিশেষ করে কক্সবাজার ও সাতক্ষীরায়–অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নারীবান্ধব নয়। সেখানে নারীদের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও স্বাস্থ্যসুবিধার ঘাটতি রয়েছে।

রাজশাহীতে নগরমুখী অভিবাসনের তিনটি ভিন্ন ধরণ লক্ষ্য করা গেছে– ১) পুরো পরিবারের মৌসুমি অভিবাসন, ২) পুরুষ শ্রমিকদের দলগত মৌসুমি অভিবাসন, এবং ৩) দম্পতিদের নগরে কাজের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর, যেখানে সন্তানদের দাদা-দাদি বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে রেখে যাওয়া হয়। এছাড়া খরা-প্রবণ জমিতে সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমন্বিত সমাধানের পরিবর্তে আংশিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে উচ্ছেদ ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনাও ঘটেছে। পদ্মা নদী থেকে পানি আনার জন্য পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনার ফলে বহু গ্রামীণ পরিবার বাস্তুচ্যুত হয় এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়।

সংকটকালীন পরিস্থিতিতে নারীর নেতৃত্ব ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা

প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে সাধারণত নারীদের অংশগ্রহণ কম এবং বড় সংগঠনে তাদের উপস্থিতি আরও কম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই অংশগ্রহণ আরও কমে গেছে। সামাজিক বিধিনিষেধ নারীদের পূর্ণভাবে পাবলিক ও সংগঠনগত কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে বাধা প্রদান করছে।

কিছু এনজিওতে নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও অন্য অনেকগুলোতে তা নয়। কক্সবাজারে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্ব কিছুটা গড়ে উঠেছে, তবে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এখনো প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে। রাজশাহী ও সাতক্ষীরায় যেহেতু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আধিক্য ছিল, সেখানে নারীদের নেতৃত্বে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ ধর্মীয় রক্ষণশীলতার চেয়ে শিক্ষার অভাব বেশি ছিল। রাজশাহীতে একসময় পানি ব্যবস্থাপনায় নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, কিন্তু বর্তমানে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। কক্সবাজারে মুক্তি ও সেড-এর মতো সংগঠনগুলো বিভিন্ন স্তরে নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ দেখিয়েছে, যেখানে এই দুই সংগঠনে তুলনামূলকভাবে নারীদের উপস্থিতি বেশি ছিল। যদিও উচ্চপ্রোফাইল আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক এনজিওগুলোর উপস্থিতি নারীদের বিষয়গুলোতে কাজ বাড়ানো এবং নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে, তবুও স্থানীয় এলাকার রক্ষণশীল মানসিকতা এসব নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবণ্টন বাংলাদেশের সর্বত্রই বিদ্যমান একটি বৈশিষ্ট্য, যা অনেক ক্ষেত্রে নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরবর্তী অংশে আমরা প্রতিটি জেলায় সিএসওগুলোর কাজ বিশ্লেষণ ও তুলনা করেছি, বিশেষ করে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা কতটা লিঙ্গ-সংবেদনশীল তা বিবেচনায় রেখে। সব সিএসওর একটি সাধারণ কর্মসূচি ছিল অ্যাডভোকেসি ও নীতিনির্ধারণে সম্পৃক্ততা। তবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রূপান্তরকালীন প্রেক্ষাপটে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা। ন্যায্যতার ব্যবস্থাগুলো শক্তিশালী ছিল না, এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সময় ও মনোযোগ গ্রাস করে নিচ্ছিল। এর ফলে নাগরিকরা, বিশেষ করে নারী ও তাদের প্রতিনিধিরা, এসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি এবং উদীয়মান নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নারীরা দুটি উপায়ে দৃশ্যমান ছিলেন: ১) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এবং ২) সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য।

বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, সেলাই এর কাজ, গবাদিপশু পালনসহ প্রচলিত অর্থনৈতিক দক্ষতার পাশাপাশি তারা নারীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়েও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে। ধনী পরিবারগুলো অনেক সময় নারীদের এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিতে বাধা দেয়, যা ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে। পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব–যেখানে মনে করা হয় কেবল পুরুষরাই একটি সংগঠন সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে–নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের গবেষণাকালীন সময়ে কয়েকটি জ্ঞানগত ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে:

১) বিভিন্ন প্রতিবেশগত অঞ্চলে জলবায়ুজনিত অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি এবং জলবায়ু অভিযোজন নীতির মধ্যকার সম্পর্ক।

২) স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা নেটওয়ার্কসমূহের (যেমন বারেন্দ্র ক্যাম্পেইন) ভূমিকা এবং বিভিন্ন আন্দোলনমূলক চর্চার (যেমন পানি সংকটের বিরুদ্ধে কলস বন্ধন) কীভাবে অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসেবে কাজ করছে।

৩) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসলের ধরনে পরিবর্তন এবং এর পরবর্তী অভিযোজন কৌশলের প্রভাব।

জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতা বোঝার দুটি কাঠামো

আমাদের গবেষণা থেকে উদ্ভূত দুটি কাঠামো নিয়ে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার মধ্যে সংযোগ বোঝা যায়– (ক) ট্রানজিশনাল জাস্টিস লেন্সের মাধ্যমে এবং (খ) রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমাদের বিশ্বাস, এই কাঠামোগুলো বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান-এ উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলোকে সংহত এবং সুসংগঠিত করতে, এবং বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে।

চিত্র ১- একটি আন্তঃসংযোগমূলক (ইন্টারসেকশনাল) চার্ট উপস্থাপন করেছে, যেখানে রূপান্তরকালীন ন্যায্যতা, জলবায়ু ন্যায্যতার এবং লিঙ্গ ন্যায্যতার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে– (ক) কাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং (খ) মূলস্তম্ভ ও প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে।

চিত্র ১: জলবায়ু ন্যায্যতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার আন্তঃসংযোগ (ইন্টারসেকশনালিটি) বোঝার কাঠামো

সূচকসমূহ	রূপান্তরকালীন ন্যায্যতা	জলবায়ু ন্যায্যতা	লিঙ্গ ন্যায্যতা
কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর	নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত কাঠামোসমূহ ভেঙে ফেলা বা রূপান্তর করা এবং প্রয়োজনে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা	জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে প্রতিবেশ ব্যবস্থার অবক্ষয়	পিতৃতান্ত্রিক/ পুরুষ প্রাধান্যপূর্ণ মূল্যবোধভিত্তিক ব্যবস্থা, যা জেন্ডার বৈষম্য ও নিপীড়নের জন্ম দেয়
মূল ভিত্তি ও প্রক্রিয়াসমূহ	সত্য অনুসন্ধান, উপনিবেশিক ও ঐতিহাসিক অন্যায্যতা উন্মোচন এবং ভুক্তভোগীদের ক্ষমতায়ন	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঐতিহাসিক অন্যায্যতা আরও গভীরতর হওয়া, প্রজন্মান্তর ক্ষতি এবং এসব বাস্তবতার নথিভুক্তকরণ	লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও নিপীড়নের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার–যেমন উত্তরাধিকার আইন, দাসপ্রথার মতো কাঠামোগত অন্যায্যতা
	ফৌজদারি বিচার, পুনর্বাসনমূলক ন্যায়বিচার এবং ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক বিচার প্রক্রিয়া	সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর জোরদার করা–যেমন কৃষক, নারী ও যুবসমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণশুনানি ও পরামর্শ সভা আয়োজন	জেন্ডার-সংবেদনশীল ন্যায্যতার ব্যবস্থা

	ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, শান্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি ও অধিকার পুনরুদ্ধার	ট্রানজিশনাল জাস্টিস কাঠামোর মাধ্যমে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির নথিভুক্তকরণ এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে জনস্মৃতি জোরদার করা	শান্তি প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে জেন্ডার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব ১৩২৫ (নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা) বাস্তবায়ন
	প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং ন্যায়বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন	পরিবেশগত ক্ষতির জন্য দায়ী কাঠামোগুলোর সংস্কার	ন্যায়বিচার সংস্কার প্রক্রিয়ায় নারীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
	স্মারক প্রতিষ্ঠা/জাতীয় সুস্থতা ও পুনর্মিলন প্রচার/ ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিও উদ্যোগ	কমিউনিটি ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচিতে ন্যায়ভিত্তিক সংলাপ অন্তর্ভুক্তকরণ–যেমন সংঘাত-পরবর্তী সামাজিক পুনর্গঠনমূলক উদ্যোগ	স্মারক প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে প্রতিরোধ আন্দোলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের ভূমিকা; শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নারীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করা

এই কাঠামোটি দেখায় যে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার বিষয়গুলো কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক বা অন্যান্য বৈষম্যমূলক কাঠামো এবং পরিবেশগত ক্ষতি সৃষ্টিকারী কাঠামোর মতো সমান কাঠামোগত মূলের সঙ্গে যুক্ত। ট্রানজিশনাল জাস্টিস তখন প্রাসঙ্গিক হয় যখন সংঘাত, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো যেমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক নিয়ম ভেঙে যায় বা বিঘ্নিত হয় এবং পুনর্গঠন বা সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

মূল স্তম্ভ ও প্রক্রিয়াগুলো দেখায় কিভাবে এবং কোন উপায়ে ট্রানজিশনাল জাস্টিসের নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রানজিশনাল জাস্টিসের একটি মূল স্তম্ভ হল সত্য অনুসন্ধান বা ঐতিহাসিক অন্যায় উদঘাটন। জলবায়ু ন্যায্যতা এখানে অনুসন্ধান করতে পারে যে কোনভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঐতিহাসিক অন্যায়গুলোকে বৃদ্ধি বা তীব্রতর করেছে, যেমন পরিবেশের খরচে বৃদ্ধি-মুখী আধুনিকায়ন নীতির পথ অনুসরণ করা। জেন্ডার ন্যায্যতা অনুসন্ধান করতে পারে শ্রমবিভাজন ও অন্যান্য লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কীভাবে যেমন পিতৃতান্ত্রিক নিয়মে গভীরভাবে প্রোথিত।

দ্বিতীয় কাঠামোতে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার উপাদানগুলোকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: উৎপাদন, সামাজিক পুনঃপ্রজনন, এবং ন্যায় ব্যবস্থা।

১. উৎপাদন ব্যবস্থা (Production system):এটি চিহ্নিত করা হয় ঐতিহ্যবাহী বর্ষার উপর নির্ভরশীল কৃষি দ্বারা, যা জলবায়ু দুর্যোগে প্রভাবিত হয়, এবং নিও-লিবারেল বাজার অর্থনীতি, যা পরিবেশ, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব ফেলে।

২. সামাজিক পুনঃপ্রজনন ব্যবস্থা (Social reproductive system): এটি গৃহস্থালি ইউনিটের মাধ্যমে চিহ্নিত, যেখানে শ্রেণি এবং পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো মিলিত হয়, যেমন নারীর অবৈতনিক যত্নের কাজ, শিশু পালন, শিক্ষাদান, এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সেবা, যার মধ্যে যুব শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতও অন্তর্ভুক্ত।

৩. ন্যায় ব্যবস্থা (Justice systems) এটি প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি ও সরকারি) এবং সম্প্রদায়ের (প্রথাগত নেতৃত্ব, সুশীল সমাজ এবং ব্যক্তিক) মাধ্যমে বোঝা যায়।

চিত্র ২: অনুধাবনের ফ্রেমওয়ার্ক: জলবায়ু, জেন্ডার এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিসের রাজনৈতিক অর্থনীতি

১. **উৎপাদন ক্ষেত্র:** ঐতিহ্যগত বর্ষাকালীন কৃষি, যা জলবায়ু দুর্যোগ এবং নিও-লিবারেল বাজার অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত।	
পরিবেশ ও প্রতিবেশ (নৃবিজ্ঞান নয় এমন বিশ্লেষণ)	প্রাকৃতিক সম্পদ: পানি, মাটি, উদ্ভিদজগৎ, জলবায়ু
রাজনৈতিক অর্থনীতি শ্রেণি বিশ্লেষণ	উপনিবেশবাদ, উত্তর-উপনিবেশিক সময়, শ্রম, জমির মালিকানা
পিতৃতন্ত্র- লিঙ্গ বিশ্লেষণ	লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, কাজের প্রকৃতি
আদিবাসী/জাতিগত সম্প্রদায় বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি	আদিবাসী কৃষি চর্চা, যেমন: জুম চাষ
২. সামাজিক পুনরুৎপাদন ক্ষেত্র:	
গৃহস্থালি ইউনিট - শ্রেণি এবং পিতৃতন্ত্র	নারীদের অবৈতনিক কাজ, যত্নমূলক কাজ, শিশু লালন-পালন, শিক্ষন (pedagogy)
রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সেবা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	যুব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত, উন্নয়নের প্রকৃতি
৩. তৃতীয় স্তর - ন্যায়বিচার	
প্রতিষ্ঠান (Institutions)	সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
সম্প্রদায় (Community)	ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব (গ্রামের বৃদ্ধ ব্যাক্তিবর্গ, সম্প্রদায় নেতৃবৃন্দ), অর্গানিক সিভিল সোসাইটি (শিক্ষক, লেখক), ব্যক্তিগত উদ্যোগ

এই কাঠামোটি আমাদের দেখায় যে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার কার্যক্রমকে কীভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা যেতে পারে, যা তিনটি বিশ্লেষণাত্মক স্তরে ভাগ করা হয়েছে: উৎপাদন ক্ষেত্র, সামাজিক পুনঃপ্রজনন ক্ষেত্র, এবং তৃতীয় স্তর যেখানে ন্যায় ব্যবস্থা অবস্থিত।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষেত্রটি একটি বর্ষানির্ভর ডেল্টা অঞ্চলে অবস্থিত, যা পরিবেশগত প্রেক্ষাপট এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্ধারণ করে। উৎপাদনের উপায় শ্রেণি ও পিতৃতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা উপনিবেশকালীন ও উপনিবেশোত্তর শ্রম সম্পর্ক, ভূমির মালিকানা এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের ওপর নির্ভরশীল।

সামাজিক পুনরুৎপাদন ক্ষেত্র দুই স্তরে সংজ্ঞায়িত:

১. গৃহস্থালি ইউনিট - যেখানে নারীর যত্নমূলক কাজ, শিশু পালন এবং শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

২. রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সেবা - যা যুব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে।

ন্যায়বিচার ব্যবস্থা তৃতীয় স্তরে অবস্থিত, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থা দুইই অন্তর্ভুক্ত। এই কাঠামোর সুবিধা হলো এটি ট্রানজিশনাল জাস্টিসের প্রোগ্রামগুলোকে সঠিক গ্রুপ ও সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করার সুযোগ প্রদান করে।

এই কাঠামোগুলো সাহায্য করবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে রূপান্তরের সময় জেন্ডার ও জলবায়ু উদ্যোগকে শক্তিশালী, স্পষ্ট এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বাস্তবায়ন করতে এবং জলবায়ু অভিযোজনের সঙ্গে ন্যায় সংক্রান্ত উদ্বেগকে সংহত করতে। এগুলো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত মডিউল ও ম্যানুয়াল তৈরি করা সম্ভব, যা ট্রানজিশনাল জাস্টিসের দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযোজন নীতিগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ দেয় এবং জলবায়ুর বাস্তবতা বোঝার একটি বহুমাত্রিক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, যা ন্যায়সংগত ভবিষ্যতের পথে সহায়ক।

গবেষণা থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ

মাঠ গবেষণালব্ধ তথ্য এবং বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর ভিত্তিতে, নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বাংলাদেশের অভিযোজন এবং শাসন ব্যবস্থায় জেন্ডার ও জলবায়ু ন্যায্যতার সংযোগ শক্তিশালী করতে প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের জন্য:

রাজশাহীর বারিন্দ মাল্টিপারপাস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (BMDC) এর থেকে মডেল অনুযায়ী আরও প্রতিবেশ-ভিত্তিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশগত অবস্থা ভিন্নভাবে প্রভাবিত হচ্ছে (পানির লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা, খরাপ্রবণ জেলা, ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চল)। প্রতিটি প্রতিবেশগত অঞ্চলে গবেষণা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ্য বিশেষায়িত জ্ঞান-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, যা BMDC-এর কাজ বা অন্যান্য সফল বৈশ্বিক মডেল থেকে অনুকরণ করে তৈরি করা যেতে পারে। এর জন্য জলবায়ু বাজেটের একটি অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

- পরিবর্তিত ফসল চক্র এবং নতুন ফসলের ধরন সম্পর্কে আরও গবেষণা করা, বিশেষ করে জেন্ডার প্রেক্ষাপটে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক অঞ্চলে কৃষকরা পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে নতুন ফসলের জাত এবং চাষাবাদের প্যাটার্ন গ্রহণ করছেন। এই পরিবর্তনগুলোকে পরিবেশগত ও সামাজিক (লিঙ্গ) প্রভাবসহ বিস্তারিত বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং এর ভিত্তিতে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কৌশল ও নীতি প্রণয়ন করা।

- জলবায়ুজনিত অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত নীতি তৈরি এবং গবেষণার ঘাটতি পূরণ করা।

গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, অনেক এলাকায় কৃষকরা পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে (যা প্রায়শই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘটে) নতুন ফসলের জাত এবং চাষাবাদের প্যাটার্ন গ্রহণ করছেন। এই ধরনের পরিবর্তনের উপর পরিবেশগত এবং সামাজিক দিক যেমন লিঙ্গের প্রভাব নিয়ে একটি বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা উচিত। পাশাপাশি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

- জলবায়ু-প্রবণ স্থানান্তর ও অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি তৈরি এবং গবেষণার ফাঁক পূরণ।

বিভিন্ন গবেষণায় আমরা জেনেছি যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক এলাকায় মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে এবং বাধ্য হয়ে অভিবাসন করছে। কিন্তু এই বাস্তবতা মোকাবিলায় সরকারী সংস্থা (GOs) ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য কার্যকর নীতি ও অভিযোজন কৌশল তৈরির মতো যথেষ্ট প্রমাণভিত্তিক তথ্য এখনো নেই। তাই এ বিষয়ে আরও গভীর ও ধারাবাহিক গবেষণা প্রয়োজন। বিশেষ করে ভূমি, বন ও পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণ এবং পরিবার ও সম্প্রদায় পর্যায়ে বিদ্যমান জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন একসাথে মিলে মানুষের জীবিকা, কাজের ধরন ও জীবনযাত্রায় কী ধরনের ভিন্ন প্রভাব ফেলছে–তা বোঝার জন্য সুসংগঠিত জ্ঞানচর্চা জরুরি।

- নারীদের মধ্যে সরকারি আইন, বিধি ও নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য বৃদ্ধি করা, যাতে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ ও জমির মালিকানা গ্রহণ এবং ব্যবহার করে উৎপাদনশীল ও আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন।নারীদের মধ্যে সরকারী আইন, নিয়ম ও বিধি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন নারী ও পুরুষ উভয়েই–জাত, ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে–পানি, জমি, বন এবং WASH সুবিধাসহ সব ধরনের সম্পদে সমান প্রবেশাধিকার পান। এছাড়া, জমি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বাজারীকরণের কারণে নারীদের পুকুরের মতো প্রাকৃতিক সম্পদে গোসল ও ধোয়া-মোছার প্রবেশাধিকার যেন ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সাধারণ বা খাস জমি সুরক্ষার জন্য একটি নতুন পরিবেশ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ২০১৯ সালের ঐতিহাসিক রায়ের প্রেক্ষিতে–যেখানে বাংলাদেশের সব নদীকে আইনি স্বীকৃতিতে 'জীবন্ত সত্তা' ও আইনগত সত্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (Tammana and Rashpi, ২০২৫)। এই নীতিমালা অনুসরণ করে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকরী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নির্দেশ দিতে হবে যেন দুর্যোগপ্রবণ সকল এলাকায় অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা–উভয় দিক থেকেই–আরও নারীবান্ধব করে গড়ে তোলা হয়।
- লিঙ্গ, শ্রেণি, জাত ও ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সম্পৃক্ত করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

সিভিল সোসাইটি এবং একাডেমিয়ার জন্য (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক):

- লিঙ্গ, শ্রেণি, জাত ও ধর্ম নির্বিশেষে সব অঞ্চলে কৃষকদের কৃষিবান্ধব (অ্যাগ্রো-ইকোলজিক্যাল) চর্চায় উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও সক্ষম করে তুলতে হবে। প্রথাগত বীজ সংরক্ষণ, স্থানীয় জাতের ফসল চাষের মতো অ্যাগ্রো-ইকোলজিক্যাল পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান আরও শক্তিশালী করতে হবে, যা বর্তমানে কেবল নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও কমিউনিটি-ভিত্তিক জ্ঞানকেন্দ্রের মতো জ্ঞান ব্যবস্থাপনা উপকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন, যাতে সবাই এ ধরনের শিক্ষা ও চর্চায় যুক্ত হতে পারে।
- বিভিন্ন প্রতিবেশগত অঞ্চলে জলবায়ু ন্যায্যতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার সংযোগ জোরদার করতে প্রমাণভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। সম্ভাব্য গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হতে পারে: ১) বিভিন্ন প্রতিবেশগত অঞ্চলে জলবায়ুজনিত অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি ও জলবায়ু অভিযোজন নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক। ২) উদীয়মান স্থানীয় নেটওয়ার্ক (যেমন বারেন্দ্র ক্যাম্পেইন) এবং চর্চা (যেমন পানির সংকটের বিরুদ্ধে 'কলস বন্ধন' বা কলসের শৃঙ্খল প্রতিবাদ) কীভাবে অ্যাডভোকেসির কৌশল হিসেবে কাজ করছে। ৩) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসলের ধরনে পরিবর্তন এবং তার পরবর্তী অভিযোজন কৌশলের প্রভাব।
- গবেষণায় ব্যাখ্যাত ও উদ্ভূত জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতা বোঝার দুটি কাঠামোকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আরও গবেষণা ও নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে ধারণাগত ও ব্যবহারিক–উভয় ক্ষেত্রেই–জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার সংযোগের যে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করা সম্ভব হবে। এটি পরিবেশ/জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার কাঠামোর পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত ন্যায্যতার প্রশ্নে কাজ করতে আগ্রহী সিভিল সোসাইটি সংগঠন (CSOs) ও সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তা করবে।
- জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানায় নারীর অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি লিঙ্গ, শ্রেণি ও জাত নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রসারণ করতে হবে।
- রাজনৈতিক বা জলবায়ুজনিত সংঘাত ও বাস্তুচ্যুতির ফলে ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ক্ষয় বা ভাঙনের যে সমস্যা তৈরি হয়–যেমন কক্সবাজারে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি বা জুলাই-পরবর্তী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে–তা মোকাবিলায় সুশীল সমাজ ও কমিউনিটি নেতাদের ট্রানজিশনাল জাস্টিস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও প্রস্তুতি থাকতে হবে।

যেহেতু জলবায়ু ন্যায্যতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার প্রশ্নগুলো ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত অবিচার থেকে গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সবার জন্য ট্রানজিশনাল জাস্টিসের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সমস্যা বোঝা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। ট্রানজিশনাল জাস্টিস এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগত উপকরণ হিসেবে প্রাসঙ্গিক, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী আঘাত–যা প্রায়ই বিদ্যমান ন্যায়বিচার কাঠামোকে ক্ষয় বা ভেঙে দেয় এবং নতুন কাঠামোর প্রয়োজন তৈরি করে–তা বোঝা ও মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে। ব্যাপক জনসংখ্যার বাস্তুচ্যুতি, জীবিকা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন, এমনকি নৈতিক মূল্যবোধের রূপান্তর–এসব পরিস্থিতি এমন প্রয়োজন সৃষ্টি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য

- ট্রানজিশনাল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জলবায়ু ও জেন্ডার ন্যায্যতার আন্তঃসংযোগকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেশগত অঞ্চলভিত্তিক, প্রেক্ষিতনির্ভর গবেষণা ও কর্মউদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী ধারণা ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে হবে। স্থানভিত্তিক ধারণা ও উদ্যোগের বাস্তবায়ন সম্ভাবনা সাধারণত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া (টপ-ডাউন) পদ্ধতির তুলনায় বেশি কার্যকর হয়।

উপসংহার

এই গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিবেশগত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে রূপান্তরকালীন সময়ে পরিবেশ, জেন্ডার ও ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গির এক ধরনের সংযোগ তুলে ধরা হয়েছে–যা স্থানীয় বাস্তবতা থেকে শুরু করে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষমতার পরিবর্তিত কাঠামোর প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের তৃণমূল অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি বর্তমান বৈশ্বিক আলোচনার সঙ্গে–যেমন ন্যায্য অভিযোজন (just adaptation), নারীবাদী অভিযোজন (feminist adaptation) এবং মানবকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে পরিবেশকেন্দ্রিক (eco-based) জলবায়ু ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গি–সংযোগ স্থাপন ও গভীরতর বিশ্লেষণের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।

এছাড়াও, ঘন ঘন বন্যা থেকে শুরু করে ঘূর্ণিঝড় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বদ্বীপভিত্তিক (ডেল্টা) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশকে জলবায়ু অভিযোজনের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই এই অভিযোজন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছেন। এখন সময় এসেছে তাদের ভোগান্তি ও প্রচেষ্টার যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়ার। একই সঙ্গে, ঘর ও কমিউনিটির দৈনন্দিন সংগ্রামে পরিবর্তনের সূচনাকারী হিসেবে এবং এমন জ্ঞানের ধারক হিসেবে তাদের দেখতে হবে–যে জ্ঞান জলবায়ু পরিবর্তনের মুখোমুখি বিশ্ব এখন জরুরিভাবে শিখতে চায়।

তথ্যপঞ্জি

বাংলাদেশের সরকার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (সেপ্টেম্বর ২০০৯), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, ঢাকা।

https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Bangladesh%20Climate%20Change%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202009.pdf শেষবার প্রবেশ করা: ২৬ নভেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগ (GED) (সেপ্টেম্বর ২০১৮), বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০, ঢাকা।

https://www.bdp2100kp.gov.bd/ শেষবার প্রবেশ করা: ২৬ নভেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের সরকার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (মার্চ ২০২৪), জলবায়ু পরিবর্তন লিঙ্গ কর্মপরিকল্পনা ২০১৩, ঢাকা।

https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/page/ac0ce881_4b1d_4844_a426_1b6ee36d2453/ccGAP%20Final%20Print%20Version-25%20April%202024c.pdf শেষবার প্রবেশ করা: ২৬ নভেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের সরকার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (২০২২), মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০২২-২০৪১, ঢাকা।

https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/publications/f6c2ae73_30eb_4174_9adb_022323da1f39/Mujib%20Climate%20Prosperity%20Plan%202022-2041.pdf শেষবার প্রবেশ করা: ২৬ নভেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের সরকার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (অক্টোবর ২০২২), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩-২০৫০, ঢাকা।

https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/npfblock/903c6d55_3fa3_4d24_a4e1_0611eaa3cb69/National%20Adaptation%20Plan%20of%20Bangladesh%20%282023-2050%29%20%281%29.pdf শেষবার প্রবেশ করা: ২৫ নভেম্বর ২০২৫

তামানা, টি. এবং রাশপি, আর. (২০২৫), বাংলাদেশের নদীর আইনি ব্যক্তিত্ব: বিচারিক প্রতিক্রিয়া এবং আইনি প্রভাব, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সায়েন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮-৪৯।

সংযুক্তি ১:

তিনটি গবেষণা এলাকায় পরামর্শকৃত এনজিও-এর তালিকা

গোদাগাড়ি উপজেলা, রাজশাহী	তালা উপজেলা, সাতক্ষীরা	উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার
বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ	উত্তরণ	জাগো নারী উন্নয়ন সংস্থা
কাঁকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা	পরিত্রাণ	সোসাইটি ফর হেলথ এক্সটেনশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
লেডিজ অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার	অগ্রগতি সংস্থা	মুক্তি কক্সবাজার
রাজশাহী সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	ভূমিজ ফাউন্ডেশন	রাইটস ফর উইমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
ইয়ুথ চেঞ্জ মেকার্স নেটওয়ার্ক	উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা	গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা

তিনটি প্রকল্প এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত এনজিওসমূহ

রাজশাহী



বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ



কাঁকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা



লেডিজ অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার



রাজশাহী সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম



ইয়ুথ চেঞ্জ মেকার্স নেটওয়ার্ক

সাতক্ষীরা



অগ্রগতি সংস্থা



ভূমিজ ফাউন্ডেশন



পরিত্রাণ



উদ্দীপ্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা



উত্তরণ

কক্সবাজার



গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু কন্যা অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা



জাগো নারী উন্নয়ন সংস্থা



মুক্তি কক্সবাজার



রাইটস ফর উইমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি



সোসাইটি ফর হেলথ এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Research Initiatives Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

For RIB's publication: https://rb.gy/x4tbqh

For Videos: https://www.youtube.com/@researchinitiativesbanglad7871/videos

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in